দারসে কুরআন সিরিজ-৮

ইসলামী
অর্থনীতির ভূমিকা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ - ৮

অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা

অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা ঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল
চতুর্থ প্রকাশ - জানু ঃ ১৯৯৬
দশম প্রকাশ - মে ঃ ২০১১

©
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান
মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস
৩৬ শিরিশ দাস লেন

মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

দারসে কুরআন তাদের জন্য

- ✪ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- ✪ যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- ✪ যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- ✪ যারা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী।
- ✪ যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না।
- ✪ যারা ইমাম, খতীব ও মুবাল্লিগ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✪ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- ✪ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা।
- ✪ সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- ✪ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।
- ✪ লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে-তোলা।

সূচীক্রম

মুখবন্ধ ৫

অর্থনীতির প্রধান আলোচন্য বিষয় ৮

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ১০

পুঁজিবাদী. সমাজবাদী ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য ১১

ইসলামী অর্থব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি ১৪

উপার্জনের বাধা-নিষেধ বা হারাম পন্থা ১৫

অর্থ সঞ্চয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা ১৯

ইসলামে খরচ বা ব্যয়ের খাত ২০

যাকাত ২৪

মিরাসি আইন ২৭

গণিমত বা বিজিত সম্পদ বন্টন ২৭

ইসলামে মিতব্যয়ী হওয়ার নির্দেশ ২৮

অপব্যয় বা অহেতুক ব্যয় ২৮

অপব্যয় বন্ধ করলে যে অর্থ বেঁচে যায় ৩০

অপব্যয়ের অর্থ ৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা

মুখবন্ধ

ইসলাম যেহেতু একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, আর অর্থের প্রয়োজন যেহেতু মানব জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, তাই অর্থনীতির ব্যাপারেও ইসলামের একটা পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা রয়েছে। আর ইসলাম কায়েম করতে যেহেতু রাসূল(সঃ) এর একটানা ২৩ বছর সময় লেগেছিল, আর যেহেতু ইসলাম মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় দিক ও বিভাগ সম্পর্কেই আইন-কানুন ও বিধি-বিধান দিয়েছে এবং তা দিয়েছে ২৩ বছর ধরে, তাই আল-কুরআনে কোন একই জায়গায় অর্থনীতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আসেনি, এসেছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ফলে এ সম্পর্কীয় আলোচনা বা দারস আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকেই পেশ করতে হবে। অর্থনীতির ওপর আলোচনা বা দারস পেশ করার পূর্বে আরও কয়েকটি জরুরী কথা বলে রাখা দরকার। তা হচ্ছে এই যে, বর্তমান বিশ্বে যেসব অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে, তার ছোট-খাট পার্থক্য বাদ দিলে বলা চলে, মোট ৩ প্রকার অর্থ ব্যবস্থা চালু আছে। আর তা হচ্ছে-

(১) পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

(২) সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা

(৩) ইসলামী অর্থব্যবস্থা

১। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার লিখিত থিওরী যা বলে তা বাস্তবে নেই। আর থিওরীও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরা।

২। সমাজবাদও তাদের লিখিত থিওরীতে যা বলে বাস্তবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত আর থিওরীটাও গলদপূর্ণ।

৩। ইসলামের অর্থ ব্যবস্থা যদিও সর্বাপেক্ষা সুন্দর, তথাপি স্বার্থবাদী ও ঈমানশূণ্য সমাজপতিদের স্বার্থন্বেষী ধ্যান-ধারণার কারণে ও অর্থ হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে কোন মুসলিম ষ্টেটই তা বাস্তাবায়িত করছে না। যার ফলে

ইসলামের অর্থনৈতিক দিকটা সম্পূর্ণ গোটা মুসলিম জাতির নিকট তথা সারা মানবগোষ্ঠির নিকট অস্পষ্ট ও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ (১) পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় যতটুকু জুলুম আইনসিদ্ধ, বাস্তবে জুলুম হয় তার চাইতে বহু বহু গুণ বেশী। কারণ জুলুম কখনও আইন করে একটা পরিসীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। তা সীমা অতিক্রম করেই। যেমন কোন চোরকে যদি বলা যায় যে, তুমি অমুকের ঘরে যা নগদ টাকা পাবে তার $\frac{১}{৪}$ ভাগ চুরি করবে। কিন্তু চুরির সুযোগ দিলে চোর কি তা করবে? তা কস্মিনকালেও করবে না। তাকে চুরি করার সুযোগ দিলে সে সীমা অতিক্রম করবেই। ঠিক তেমনই কাউকে যদি ১% এক পারসেন্ট সুদ গ্রহণের একবার সুযোগ দেয়া যায়, তবে সে ১ এর পরে একটা শূন্য (০) বসিয়ে তাকে ১০% করে নেবেই। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না এবং তা শেষ পর্যন্ত চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকবে। আর তা যখন আদায় করা হবে তখন ভিটে-মাটি সবকিছু বিক্রয় করেও পরিশোধ করা মুশকিল হয়ে পড়বে। এটাই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

(২) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কাগজে-কলমে যা বলে, তা যেহেতু বাস্তব বিরোধী, তাই বাস্তবে তা ঘটাতে পারে না। যেমন কলকাতার প্রবোধ কুমার সান্ন্যাল রাশিয়া থেকে ঘুরে এসে বললেন, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র নামে কায়েম হলেও বাস্তবে কায়েম হয়নি। তিনি তার রাশিয়ায় ডায়েরীতে লিখেছেন, রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়ার ১৯ বছর পরেও সেখানে তিনি ভিক্ষুক দেখেছেন এবং তিনি নিজে ভিক্ষা দিয়েছেন। আর দেখেছেন, সেখানে যারা সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব মালিকানায় বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, আর একটা করে দাঁচা আছে (রাশিয়ার বাগানবাড়িকে দাঁচা বলা হয়)।

পুঁজিবাদী দেশে পুঁজি ছড়িয়ে থাকে বহু ব্যক্তির হাতে, আর সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজের নাম করে বহু ব্যক্তির হাত থেকে পুঁজি কেড়ে এনে মাত্র গুটি কয়েক ব্যক্তি, যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাদের হাতে পৌঁছে দেয়। ফলে বাস্তবে ফল দাঁড়ায় এই যে, ছোট পুঁজিপতির দেশের জুলুমের চাইতে বৃহৎ পুঁজিপতির দেশের জুলুম হয় বহু গুণ বেশী, যার কারণে পুঁজিবাদী দেশে তো কমপক্ষে জুলুমে কাঁদা যায় ও জুলুমের

প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু বৃহৎ পুঁজিপতির অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের দেশে জুলুমে কাঁদাও যায় না এবং জুলুমের প্রতিবাদও করা যায় না। অনেকে বলেন, তাদের নিয়্যত ভাল। কিন্তু ভাল নিয়্যতেও যদি কেউ কোন অযৌক্তিক কাজ করে ফেলে, তবে ভাল নিয়্যতের কারণে তার ফল ভাল পায় না। যেমন এক টিয়া পাখির মালিক মনে করেছিল যে, তার পাখির ওপরের ঠোঁটটা নীচের ঠোঁটের চাইতে বড় হওয়ার কারণে তার খেতে অসুবিধা হয়। সে আল্লাহ্‌র উপরে বেজার হলো এজন্যে যে, আল্লাহ কেন টিয়া পাখির ঠোঁট তৈরীর ব্যাপারে অসাম্য করলেন অর্থাৎ উপরেরটা বড় করলেন এবং নীচেরটা ছোট করলেন। তাই সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এ অসাম্যকে দূর করে ঠোঁটের ব্যাপারে সাম্য করে দিলেন। তিনি পাখিটাকে অত্যন্ত মুহাব্বত করে নেক নিয়্যতে তার খেতে বহু সুবিধা হবে মনে করে পাখির উপরের ঠোঁটটা কেটে নীচের ঠোঁটের সমান করে দিলেন। ভাবলেন, এবার তার পাখি বেশী বেশী খেয়ে খুব মোটা-তাজা হবে। কিন্তু বেচারার খুব ভাল ও নেক নিয়্যত থাকা সত্ত্বেও তার পাখি আর বাঁচল না। ঠিক তেমনি নিয়্যত ভাল থাকা সত্ত্বেও সাম্যের দেশে ফল দাঁড়ায় উল্টো। পড়ে দেখুন প্রবোধ কুমার সান্ন্যালের লেখা 'রাশিয়ার ডায়েরী'।

(৩) ইসলাম যে সাম্যের কথা বলে, তা-ও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। কারণ ইসলামের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও পরকালের জবাবদিহির বিশ্বাস। যে বিশ্বাসের কারণে হযরত উমর (রাঃ) তাঁর ছেলেকে ছেঁড়া তালি দেয়া জামাসহ মাদ্‌রাসায় পড়তে পাঠিয়েছেন কিন্তু বাইতুল মাল থেকে এক কপর্দকও গ্রহণ করেননি। এ ধরনের বিশ্বাস তাদের মধ্যে নেই, যারা বর্তমান মুসলিম ষ্টেটগুলোর মালিক বা কর্ণধার। তাই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বকাস্তবায়ন তাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। যাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি রয়েছে, তাদের হাতে কোন ক্ষমতা নেই। কাজেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা যে কত সুন্দর তা কালো পর্দায় ঢাকাই রয়েছে।

এছাড়া কুরআন-হাদীসে ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব কথা রয়েছে, সেগুলোকে একত্রিত করে এবং তা বাস্তবমুখী করে সমাজের সামনে তেমনভাবে তুলে ধরা হয়নি. যেমনভাবে তুলে ধরা উচিত ছিল। যদিও বা ২/১ জন চিন্তাশীল আলেম এর উপর কিছু লিখেছেন, কিন্তু ফতোয়াবাজ কিছু নামধারী আলেম ফতোয়াবাণে তাঁদেরকে জর্জরিত করে

ছেড়েছেন। তাঁদের লেখা যেন কেউ না পড়ে তার জন্যে প্রচারণা চালান হয়েছে। যার কারণে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও যে ইসলামের একটা ভূমিকা রয়েছে, তা অনেকেরই ধারণার বাইরে। তাই আল-কুরআন থেকে আমি সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, অর্থনীতিতেও ইসলামের একটা ভূমিকা আছে।

অর্থনীতির প্রধান আলোচন্য বিষয়

অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় সাধারণতঃ ৩টি,যথা (১) আয় (২) ব্যায় ও (৩) সঞ্চয়। এরপর অর্থনীতি সম্পর্কে আর যত যা কিছুই আলোচনা হয়ে থাকে, তা সবই ঐ ৩টিকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে। তাই আয়-ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পর্কে আল-কুরআনের মূলনীতিটাই শুধু এখানে তুলে ধরেছি, যেন বাকি শাখা-প্রশাখাগুলো সম্পর্কে সহজে আঁচ করা সম্ভব হয়।

কাজের মাধ্যমে আয় সম্পর্কে আল-কুরআনের বক্তব্য

দেখুন সর্বপ্রথম আমরা আল-কুরআন থেকে দেখেছি যে, আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-কে নামায শেখানোর বহু পূর্বে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতিসহ নাম শিক্ষা দিলেন, যা আমরা ৪নং দারসে কুরআন সিরিজের মধ্যে পেয়েছি, যেখানে বলা হয়েছে

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا -

আল্লাহ আদম (আঃ)- কে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন যেন তিনি পৃথিবীতে এসে বেকার না হয়ে পড়েন।

অতঃপর আল-কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ বললেন-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ-

যখন তোমাদের নামায শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা বেরিয়ে পড় মসজিদ থেকে এবং ছড়িয়ে পড় যমীনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ ক্ষেতে-খামার, কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে বিভিন্ন জায়গায় কাজের

মাধ্যমে জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ, উৎপাদন ও অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। ছড়িয়ে পড় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আমরা নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় যে দোয়া পড়ি, যা পড়া শিক্ষা দিয়েছেন নবী করীম (সাঃ), তা হচ্ছে- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

এখানে যে فَضْل শব্দটি রয়েছে, তা নেয়া হয়েছে উপরোক্ত আয়াত শরীফ থেকে যেখানে বলা হয়েছে وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর কাজের মাধ্যমে। এটা আল্লাহর হুকুম। এজন্যেই মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বলতে হয় যে, হে আল্লাহ! তুমি যেহেতু মসজিদ থেকে বের হয়ে কল-কারখানায় ক্ষেত-খামারে ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে কাজের মাধ্যমে তোমার অনুগ্রহ সন্ধান করতে বলেছ, সেই জন্যই এখন মসজিদ থেকে বের হয়ে কর্মক্ষেত্রে চলে যাচ্ছি তোমার নির্দেশ মোতাবিক কাজের মাধ্যমে তোমার অনুগ্রহ অর্জন বা হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে। এজন্যেই اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ তোমার নিকট চাচ্ছি তোমার অনুগ্রহ। যেন কাজের মাধ্যমে তোমার অনুগ্রহে হালাল রুজি উপার্জন করতে পারি। এটাই হচ্ছে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ের দোয়া পড়ার মূল হাকিকত। যদি কেউ এই মূল হাকিকত সম্পর্কে অবহিত না হয়েই মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া পড়া চালু রাখেন, তাহলে তার নেক নিয়্যতের জন্য আল্লাহ তার উপর খুশি হতে পারেন কিন্তু দোয়া পড়ার মূল উদ্দেশ্য আদৌ সফল হবে না। যেমন ক্ষেতে চাষ না করে বীজ বপন না করে কেউ যদি আল্লাহর কাছে বলেন যে, আল্লাহ আমার ক্ষেতে ভাল ফসল দাও, তাহলে যেমন আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে আল্লাহ তার উপর খুশি হতে পারেন কিন্তু ঐ মোনাজাতের কারণে তার জমিতে ফসল অবশ্যই হবে না। ভাল ফসল চাইতে হলে যেমন চাষটাও ভাল হতে হবে. ঠিক তেমনই اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ বলে আল্লাহর নিকট কিছু চাইলে তা পাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি

পৃথিবীতে যত প্রকার অর্থব্যবস্থা চালু আছে, তার কোনটির সঙ্গেই ঈমানের কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু ইসলামের অর্থনীতির সঙ্গে ঈমানের সম্পর্ক এত গভীর, যেমন দেহের সঙ্গে মাথার সম্পর্ক। মাথা বাদ দিলে যেমন দেহ মুর্দা তার আধা পয়সার মূল্য নেই, ঠিক তেমনই ঈমানকে মাইনাস করলে (বাদ দিলে) অর্থনীতি আর ইসলামী থাকতে পারে না। কাজেই যে মূল ভিত্তির উপর ইসলামের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে ঈমান। এরপর এর মূলনীতির যেসব শাখা রয়েছে তার প্রত্যেকটির সঙ্গেই সম্পর্ক রয়েছে ঈমানের। এজন্য অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বলা চলে, ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে ঈমান। যেমন ইসলাম যাকাতকে ফরজ করেছে, যা সংগ্রহ করবে রাষ্ট্র আর দেবে একজন ব্যক্তি। কাজেই ব্যক্তির যদি ঈমান না থাকে, তাহলে রাষ্ট্র তার কাছ থেকে কত আদায় করবে তা হিসেব করে বের করতে পারবে না। অপরদিকে যৌথ বা সমবায় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেখানে বহু ব্যক্তির পুঁজি রয়েছে সেখানে যারা শ্বশরীরে কারবারের সঙ্গে জড়িত নয়, শুধুমাত্র পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন, তাদের ন্যায্য লভ্যাংশ পাওয়া শুধু আইনের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারীকে ঈমানদার হওয়া। এজন্যেই ইসলামের অর্থনীতিকে কোন সমাজে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন ঈমান তথা নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মন-মানসিকতাকে পরকালের জবাবদিহির ভিত্তিতে গড়ে তোলা। এরপর প্রয়োজন আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়কে একটা আইনের আওতাবদ্ধ করা। ইসলাম তা- ই করেছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি যে ঈমান সেই ঈমানকে যদি গাছের মূল শিকড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে মূল শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও ২টি শাখা শিকড়ের নাম করা যায়, যে দু'টিকে আমরা বলতে পারি দয়া-মায়া ও সহানুভূতি। এ দু'টিও ঈমানের বিশেষ অঙ্গ। তাই বলা চলে ঈমান, দয়া-মায়া ও সহানুভূতিই হচ্ছে এ অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

পুঁজিবাদী. সমাজবাদী ও ইসলামী

অর্থব্যবস্থার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য

বর্তমান পৃথিবীর তিন ধরনের অর্থব্যবস্থার মূলনীতি ও নীতিগত পার্থক্যকে সামনে রেখে বিচার করলে অবশ্যই ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবে। তাই তিনটি অর্থব্যবস্থারই অতি সংক্ষিপ্ত মূলনীতি ও নীতিগত রেফারেন্সের প্রয়োজন কেউ মনে করবেন না। কারণ যা সবারই জানা শুধুমাত্র তা-ই এখানে তুলে ধরা হলো। যথা-

(এক) পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি ঃ

এ ব্যবস্থায় আল্লাহ্কে আকাশে স্বীকার করা হয় যমীনে নয়।

১। সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা আছে।

২। মীরাসি আইন সম্পর্কে নীরব।

৩। একের উপার্জিত অর্থে অন্যের কোন পাওনা নেই।

৪। সহায়-সম্বলহীনদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দেশে সর্বহারা ও ভিক্ষুক জন্ম নেয়।

৫। সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের মাধ্যমে সীমাহীন শোষণের সুযোগ আছে ফলে এ সমাজে ভিক্ষুক ও সর্বহারার সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকে।

৬। আয়,ব্যয় ও সঞ্চয়ে কোন বাধা-নিষেধ নেই।

৭। সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার সুযোগ আছে।

৮। জাতীয় সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফভিত্তিক বন্টনের কোন আইন বা বাধ্য-বাধকতা নেই।

৯। একই রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আয়ের কোন সীমা নির্ধারীত নেই।

১০। পণ্যদ্রব্য গোলাজাত করে রেখে মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ আছে।

১১। অহেতুক ও অপব্যয়ের সীমাহীন সুযোগ আছে। এবং

১২। জাতীয় ধনভান্ডারে দেশের জনগণের সমঅধিকার শুধু মুখে বা কাগজে-কলমে স্বীকার করা হয় বটে কিন্তু বাস্তবে তা মানা হয় না।

(দুই) সমাজবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

এ ব্যবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করা হয় না। এর মূলনীতিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ। যথা-

১। সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা নেই।

২। মীরাসি আইনের কোন বালাই নেই।

৩। এ ব্যবস্থায় শ্রম আছে কিন্তু উপার্জন নেই। প্রয়োজন মুতাবিক পাওনা স্বীকার করা হয় কিন্তু উপার্জনের মাধ্যমে কোন সঞ্চয়ের সুযোগ নেই। কাজেই প্রয়োজন মুতাবিক পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করার কোন পথ নেই এবং ভিক্ষুকদের কিছু ভিক্ষা দেয়ার মত অর্থ কারও হাতে থাকে না। মানুষ পশুর মত পরিশ্রম করে পশুর মত খেতে পায়।

৪। যে ব্যক্তি শ্রমে অক্ষম সে হয় সব ধরনের মৌলিক অধিকার থেকে মাহরূম বা বঞ্চিত। তার বাঁচার অধিকার ত্যাগ করতে হয়।

৫। এতে সুদ নেই। কারণ এ সমাজে ব্যবসায়ে সাধারণের কোন মালিকানা নেই। কাজেই সুদের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৬। আয় ও ব্যয় সবই রাষ্ট্রের, এটা কোন ব্যক্তির নয়। আর সঞ্চয়ের কোন বালাই নেই এ ব্যবস্থায়।

৭। সম্পদ সবই রাষ্ট্রনায়কদের কুক্ষিগত।

৮। জাতীয় সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কোন ইনসাফভিত্তিক আইন নেই এবং জনগণের জৈব প্রয়োজন ছাড়া মানবসুলভ কোন নৈতিক প্রয়োজনকে এ সমাজে স্বীকার করা হয় না।

৯। একই রাষ্ট্রের সব শ্রেণীর নাগরিকদের একই প্রকার পাওনা বা মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয় না।

১০। পণ্যদ্রব্যসহ যাবতীয় উৎপাদিত দ্রব্যের একমাত্র মালিকানা সরকারের।

১১। রাষ্ট্রনায়কদের অহেতুক ব্যয়ের সীমাহীন সুযোগ আছে।

১২। জাতীয় ধনভাণ্ডারে ধনবানের অধিকার স্বীকার করা হয় কিন্তু সে

অধিকার আদায়ের ব্যাপারে জনগণের মতামত ব্যক্ত করার বা ন্যায়সঙ্গত পাওনা চাওয়ার কোন অধিকার স্বীকার করা হয় না।

(তিন) ইসলামী অর্থব্যবস্থার নীতিগত দিক

এ ব্যবস্থায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে স্বীকার করা হয়।

১। সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা আছে।

২। মীরাসি আইনের মাধ্যমে একের সম্পদ অন্যের মালিকানায় যাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

৩। একের উপার্জিত অর্থে অন্যের পাওনা আছে।

৪। যাকাত, ছদকা, ফিতরা, দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জনে অক্ষমদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। কাজেই এ সমাজে ভিক্ষুক ও সর্বহারা হওয়ার কোন পথ নেই।

৫। সুদের মাধ্যমে শোষণের কোন সুযোগ নেই।

৬। আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ে বাধা-নিষেধ আছে।

৭। সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার কোন সুযোগ নেই।

৮। জাতীয় সম্পদ বন্টনে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।

৯। একই রাষ্ট্রের মধ্যে মাথাপিছু সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আয়ের সীমা নির্ধারিত আছে। সীমাহীনভাবে অর্থ উপার্জন ও অর্থ কুক্ষিগত করে রাখার কোন চোরা পথ এতে খোলা নেই।

১০। পণ্যদ্রব্য গোলাজাত করে রেখে মূল্য বৃদ্ধির কোন অধিকার নেই।

১১। অহেতুক অর্থ ব্যয়ের অপব্যয়ের এবং অপচয়ের দ্বার চিরতরে বন্ধ।

১২। জাতীয় তহবিলের অর্থকে এ সমাজে আল্লাহ্‌র সম্পদ ও জনগণের আমানত মনে করা হয়। কাজেই যারা তার রক্ষক ও পাহারাদার তারা কখনও মনে করে না যে, ঐ অর্থে তাদের কোন অতিরিক্ত হিস্যা আছে।

এগুলো হচ্ছে মোটামুটিভাবে ইসলামী অর্থব্যবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত

পরিচয়মূলক একটা নীতিগত দিক, যার দ্বারা অন্য দুইটি অর্থব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটা নীতিগত পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। এরপর একে একে তুলে ধরার চেষ্টা করব-ইনশা আল্লাহ। মনে রাখতে হবে আল-কুরআন একখানা অর্থনীতির গ্রন্থ নয়, এতে আছে অর্থব্যবস্থার মূলনীতি। যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তৈরী হবে ইসলামী অর্থব্যবস্থার আইন কানুন।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ- وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا * وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا -(النساء : ٢٩-٣٠)

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে বা অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পার। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে বা একে অপরকে ধ্বংস করো না। আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থার প্রতি বড় করুণাশীল। আর যারা জুলুমের সাথে এভাবে সীমা অতিক্রম করবে তাদেরকে অতি জলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব। এটা আল্লাহর জন্য সহজ কাজ। (আন-নিসা ঃ ২৯-৩০)

এ আয়াতে পারস্পরিক লেনদেনকে ব্যবসা বলা হয়েছে এবং এতে পরস্পরের সম্মতিকে ব্যবসায়ের একটা শক্তি হিসেবে যোগ করা হয়েছে। এছাড়া পরস্পরের সম্মতির বাইরে যেগুলো অর্থাৎ যার মধ্যে কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি অথবা প্রতারণা কিংবা কোন চালবাজি আছে- যেখানে এক পক্ষের আসল কথা জানতে পারলে অপর পক্ষ লেন-দেন বা কেনা বেচায় রাজি হত না- এ ধরনের ধোঁকাবাজির মাধ্যমে যেসব লেন-দেন হয়, তার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এক পক্ষ অপর পক্ষকে ধ্বংস করে। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা এভাবে অন্যায় করে একে অপরকে ধ্বংস করো না। এ

কথাটাকেই ভিন্ন ভাষায় আল্লাহ বলেছেন, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। এটা আসলে একটা নীতিগত নির্দেশ। এছাড়াও আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের কতগুলো পন্থাকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম করে দেয়া হয়েছে, যেগুলোকে আমরা উপার্জনের বাধা-নিষেধ বলতে পারি।

উপার্জনের বাধা-নিষেধ বা হারাম পন্থা

১। উৎকোচঃ

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى
الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(البقرة : ١٨٨) .

"তোমাদের নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না।" - (আল-বাকারাঃ ১৮৮)

২। সম্পদ আত্মসাৎ করা ঃ

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ط وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

(ال عمران - ١٦١)

"নবী অন্যায়ভাবে কোন (ধন-সম্পদ) গোপন করবে এটা হতে পারে না যে অন্যায়ভাবে কোন সম্পদ গোপন করবে, কেয়ামতের দিন সে সেই গোপনকৃত মাল নিয়ে উঠবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে। কারও প্রতি অবিচার করা হবে না।"

(আল ইমরান ঃ ১৬১)

৩। চুরি-ডাকাতি ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. (المائدة- ٣٨)

"চোর পুরুষ হোক বা নারী হোক, উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" -(মায়েদা ঃ ৩৮)

৪। এতিমের মালকে অন্যায়ভাবে তছরূপ করা ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا. (النساء - ١٠)

"যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের পেটে আগুণ ভক্ষণ করে। তারা শীঘ্রই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।"

-(আন-নিসা ঃ ১০)

৫। চারিত্রিক অধঃপতন সৃষ্টি কারী উপায় উপকরণের যাবতীয় ব্যবসায় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ.

(النور- ١٩)

"যারা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায় তাদের জন্য রয়েছে ইহকালে শাস্তি এবং পরকালেও শাস্তি। (তাদের সম্পর্কে) আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" -(আন-নূর ঃ ১৯)

এর মধ্যে পড়বে অশ্লীল গান-বাজনা, সিনেমা, নভেল, নাটক ইত্যাদি ধরনের যাবতীয় সবকিছু। এদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।

৬। যেনা এবং বেশ্যাবৃত্তি করে অর্থ উপার্জন সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَلَاتَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ * (النور-٢)

"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়েরই শাস্তি একশত করে দোর্‌রা (চাবুক) আল্লাহ্‌র এ বিধান কার্যকর করতে গিয়ে যেন দয়া-মায়া তোমাদেরকে অভিভুত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এবং বিশ্বাসীদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি চোখে দেখে।" (আন-নূর ঃ২)

لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا
عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط (النور -٣٣)

"তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে তাদেরকে পার্থিব জীবনের ধন-দৌলত বা টাকা-পয়সার লালসায় বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করো না।" (আন-নূর ঃ ৩৩)

৭। মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার সরঞ্জাম, ভাগ্য গণনা করা ইত্যাদি হারাম এবং তৎসহ মদ পান করা, মদ উৎপাদন করা, মদের ব্যবসা করা, মদ পরিবহন করা ইত্যাদি এ সবই হারাম। বলা হয়েছে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ * اِنَّمَا
يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ
مُّنْتَهُوْنَ - (المائدة : ١٠-٩١)

"হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য গণনা করা এসব শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে। আর তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে ও নামায থেকে বাধা দেবে। তাহলে তোমরা কি এর থেকে বিরত থাকবে না?" (আল-মায়িদা ঃ ৯০-৯১)

৮। সুদ খাওয়া ও সুদ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপই হারাম ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْآ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ * يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ * اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

(البقرة : ٢٧٥-٢٧٨)

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দেয়। এটা এজন্য যে, তারা বলে, কেনা-বেচা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ কেনা-বেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, অতঃপর (উপদেশ পেয়ে) সে বিরত হয়েছে তার অতীতের কার্যকলাপ তো পিছনেই পড়ে গেছে এবং তার ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা তা পুনরায় আরম্ভ করবে, তারা হবে আগুনের অধিবাসী, আর চিরদিন তারা সেখানেই বাস করবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর তিনি কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। অবশ্য যারা বিশ্বাস করে, যাবতীয় ভাল কাজ করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তাদের জন্যে তাদের প্রভূর নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং কোন দুঃখ-কষ্ট নেই। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যই বিশ্বাসী হয়ে থাক।" (আল-বাকারা ঃ ২৭৫-২৭৮)

এর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে-

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُئُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ج لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ -

(البقرة - ٢٧٩)

"অতঃপর তোমরা যদি তা (বকেয়া সুদ) না ছাড় তবে জেনে রেখ, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না।, অত্যাচারীতও হবে না।" (আল-বাকারা ঃ ২৭৯)

এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা হলো তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে-

(১) ঐ ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন হালাল, যে ব্যবসার মাধ্যমে কাউকে ঠকানো হয় না।

(২) উপরোক্ত পন্থায় (যা এতক্ষণ বলা হলো) অর্থ উপার্জন হারাম। এবার দেখা যাক অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ইসলাম কি বলে।

অর্থ সঞ্চয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা

অর্থ পুঞ্জিভুত বা কুক্ষিগত করে রাখার ঘোর বিরোধিতা করে ইসলাম বলে (কুরআনের ভাষায়)-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ
خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ (ال عمران- ١٨٠)

"যারা আল্লাহ্‌র দেয়া অনুগ্রহে কৃপণতা করে তারা যেন একথা মনে না করে যে, তাদের এ কাজ (অর্থাৎ এ কৃপণতা) তাদের জন্যে মঙ্গলজনক, বরং এ কাজ তাদের জন্যে খুবই ক্ষতিকর।" (আল-ইমরান ঃ ১৮০)

অন্যত্র সূরা তওবার ৫ম রুকূতে আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ (لا) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - (التوبة -٣٤)

"এবং যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে না তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।"
(আত-তাওবা ঃ ৩৪০)

আল-কুরআনের এ ভাষ্য পুঁজিবাদের মূল ভিত্তিতে আঘাত হানে। কারণ-

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা বলে- অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে রাখবে এবং তা অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের কাজে খাটাবে, এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি। কিন্তু-

ইসলাম বলে- প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমা করে রাখা যাবে না, তা খরচ করতে হবে। এবার শুনুন খরচের খাতগুলো ঃ

ইসলামে খরচ বা ব্যয়ের খাত

ইসলাম অর্থ সঞ্চয় করে রাখার পরিবর্তে তা ব্যয় করার নির্দেশ দেয়। ব্যয় সাধারণত ঃ ৩ প্রকার। যথা-

১। নিজের মৌলিক প্রয়োজনে ব্যয়।

২। আল্লাহ্র ওয়াস্তে ব্যয়।

৩। অহেতুক কাজে ব্যয়, যাকে বলা হয় অপব্যয়।

১। নিজের মৌলিক প্রয়োজনে ব্যয় ঃ ইসলাম নিজের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর জন্যে ব্যয় করতে নিষেধ করে না তবে ব্যয়টা কিরূপ পন্থায় হবে তার মূলনীতি বলে দেয়। অর্থাৎ ইসলাম খাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করতে বলে ঠিকই কিন্তু মদ কিনে খাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করার অনুমতি দেয় না। অনুমতি দেয় যা হালাল এবং যা যে পরিমাণ প্রয়োজন তা সেই পরিমাণ কিন্তু অহেতুক কাজে বা অপব্যয়ে ইসলাম অদৌ অনুমতি দেয় না।

২। আল্লাহ্র ওয়াস্তে ব্যয় সম্পর্কে আল-কুরআন বলে-

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط (البقرة-٢١٩)

"অর্থাৎ, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কি ব্যয় করবে?

তাদের বল, যা তোমাদের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তাই ব্যয় কর)।” (আল-বাকারা ঃ ২১৯)

কিন্তু ব্যয় করবে কোন্ কোন্ খাতে, সে সম্পর্কে আল-কুরআন বলে-

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ والْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط (النساء -٣٦)

“আর সদ্ব্যবহার কর পিতামাতার সঙ্গে, নিকট আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে এবং এতিম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী বা আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, নিজের সঙ্গী-সাথী, বন্ধুবর্গ, মুসাফির ও তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে।” (আন-নিসা ঃ ৩৬)

অর্থাৎ, এদের কল্যাণের জন্যে এদের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় কর আর এর মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। এছাড়াও আল্লাহ্র তরফ থেকে ফরমান জারী হলো যে-

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

অর্থাৎ, তাদের (ধনীদের) অর্থ-সম্পদে অধিকার বা পাওনা রয়েছে সাহায্য প্রার্থীদের ও বঞ্চিতদের।

অন্যত্র বলা হয়েছে, ঈমানদার লোক আল্লাহ্র মুহাব্বতে উদ্বুদ্ধ হয়েও কিছু ব্যয় করে। যথা-

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا *
اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا *

(الدهر : ٩-٨)

“তারা আল্লাহর মুহাব্বতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকীন, এতিম ও কয়েদীদের আহার করায় এবং বলে আমরা তোমাদের খাওয়াচ্ছি তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয় বরং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।” (দোহারঃ ৮-৯)

এ হচ্ছে আল্লাহ বিশ্বাসীদের লক্ষণ। এরা যা দান করে, তা কোন নিকৃষ্টতম জিনিস হয় না, তা হয় উত্তম জিনিস। কারণ আল্লাহ উত্তম জিনিসই দান করতে বলেছেন। যেমন বলা হয়েছে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ * (البقرة -٢٦٧)

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে উৎপাদন করে দেই তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর, আর তার ভিতর থেকে নিকৃষ্টতম জিনিস ব্যয় করার নিয়্যত কর না। কারণ তোমরা (নিকৃষ্ট জিনিস) গ্রহণ করতে চাও না, যদি তোমরা চোখ বন্ধ না করে থাক এবং জেনে রাখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত।" (আল-বাকারা ঃ ২৬৭)

এখানে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর মুহাব্বতে যা দান করা হয় তা প্রকারান্তরে আল্লাহ্কেই দেয়া হয়। আল্লাহ যেহেতু অভাবমুক্ত তাই তিনি নিকৃষ্টতম জিনিসের দান পেয়ে খুশি হবেন কেন? আল্লাহ্কে ভাল জিনিস থেকেই দিতে হবে, যদিও তা হাতে করে নেয় ছিন্নমূল গরীবরা।

কিন্তু কতিপয় ধনী আছে যারা আল্লাহ্র মুহাব্বতে নয়, বরং কিছু সুনাম অর্জনের জন্যে মাঝে-মধ্যে কিছু দান করে, তবে দানে যেন সুনামটা ঠিকমত আসতে পারে, সেজন্যে লোকদের সামনে দান করে এবং নিকৃষ্ট জিনিস থেকে দান করে। এটা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারীর লক্ষণ নয়। তাই আল্লাহ বলেন-

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لا لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * (البقرة - ٢٦٢)

“যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তা লোকের নিকট বলে বেড়ায় না, (খোটা দিয়ে যাদের দান করে তাদের মনে) কষ্টও দেয় না তাদের পুরস্কার তাদের রবের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত ও হবে না।” (আল-বাকারা ঃ ২৬২)

এখানে আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী ব্যক্তিদের দান সম্পর্কে এক আয়াত পরে আবার বলেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى لا
كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط

(البقرة -٢٦٤)

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের দানের কথা প্রচার করে এবং যাদের দান কর, তাদের মনে কষ্ট দিয়ে তোমার দানকে তুমি ঐ ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করে ফেল না, যে আল্লাহ্‌কে মানে না এবং পরকালকেও মানে না।” (আল-বাকারা ঃ ২৬৪)

কাউকে দান করলে তা বলা মোটেই উচিৎ নয়। কারণ এরূপ বলায় যাকে দান করা হয় তাকে লজ্জা দেয়া হয়, আর সে তাতে মনে কষ্ট পায়। এর ফলে দানের সাওয়াব সব বরবাদ হয়ে যায়।

গরীব-মিসকীনদের সাহায্য দুই প্রকার হতে পারে, যথা- (১) আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান। (২) কর্জে হাসানা। অর্থাৎ যত টাকা ধার দিবে, ঠিক তত টাকাই তার নিকট থেকে ফেরত নেবে। এক চুল পরিমাণও বেশী নেবে না। এরূপ ধার দেয়াকেই কর্জে হাসানা বলে।]

কিন্তু কাউকে কর্জে হাসানা দেয়ার পরেও যদি এমন অবস্থা এসে যায় যে, সে আর কর্জ পরিশোধ করতে পারছে না, সেখানে জোর করে বা চাপ সৃষ্টি করে তার নিকট থেকে টাকা আদায় করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। বলা হয়েছে-

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

"আর যদি ঋণ গ্রহীতা অত্যধিক অভাব-অনটনের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে তার অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত তাকে সুযোগ দাও। এটাই তোমাদের জন্য ভাল। যদি তোমরা বুঝতে তাহলে এর কল্যাণকারিতা তোমরা উপলব্ধি করতে পারতে।"

এসব ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে যে, আমি যদি অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতাম এবং আমি যদি এর মত অভাবী হয়ে পড়তাম তাহলে আমার সঙ্গে ঋণদাতা কিরূপ ব্যবহার করলে আমি খুশী হতাম ও উপকৃত হতাম। যেমন ব্যবহারে আমি খুশী হতাম ঠিক তেমন ব্যবহার তার সঙ্গে করতে হবে, যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে তার কোন সীমা ঠিক করে দেয়া হয়নি। দেয়া হয়নি এজন্যে যে, ঈমানদার ব্যক্তিগণ যেন আল্লাহ্‌র মুহাব্বতে এবং তাঁর রাজি-খুশী অর্জনের জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে যা কামাই করে তার থেকেই যেন কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে সে তার ঈমানের পরিচয় দিতে পারে। এর পরে বলা হয়েছে যারা ধনী তাদের সম্পর্কে। তাদের যেহেতু বেশী আছে, তাই তাদের নিকট থেকেই যেন কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে সে তার ঈমানের পরিচয় দিতে পারে। এর পরে বলা হয়েছে যারা ধনী তাদের যেহেতু বেশী আছে তাই তাদের নিকট থেকে আল্লাহর পাওনাটা কড়ায়- গন্ডায় হিসাব করে আদায় করতে বলা হয়েছে। (আল্লাহ্‌র পাওনাটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র গরীব বান্দাদের জন্যে) আর তা হচ্ছে-

যাকাত

বলা হয়েছে-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا *

"তাদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ কর যা ঐ ধন-সম্পদকে পাক-পবিত্র ও হালাল করে দেবে।"

আল্লাহ চান গরীব ও অসহায়দের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যে যাকাত চালু করতে এবং সুদ বন্ধ করতে। এজন্যে আল্লাহ বলেন-

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط (البقرة ٢٧٦)

আল্লাহ সুদকে নির্মূল করেন এবং দান-ছদকাকে প্রতিপালন করেন অর্থাৎ তার ক্রমবৃদ্ধি করেন।- (আল-বাকারা ঃ ২৭৬)

এসম্পর্কে আল্লাহ আরও বলেন-

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ - (الروم -٣٩)

তোমরা এই যে সুদ দাও মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির আশায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র নিকট বাড়ে না। তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে যে ধন-সম্পদ দান-ছদকা করে থাক বা যাকাত দিয়ে থাক প্রকৃতপক্ষে তাতেই আল্লাহ ক্রমবৃদ্ধি দিয়ে থাকেন। (রূম ঃ ৩৯)

আল্লাহ সুদকে নির্মূল করে তদস্থলে যাকাতকে চালু করার কথা বলেছেন। চিন্তা করল প্রত্যেকেরই সহজ জ্ঞানে ধরা পড়বে যে, যাকাত এবং সুদ হচ্ছে পরস্পর বিরোধী দু'টো পথ বা ব্যবস্থা যা একই সঙ্গে একই সমাজে চালু থাকতে পারে না, যেমন কোন ভূ-খন্ডে একই সঙ্গে দিন এবং রাত থাকতে পারে না। সূর্য উঠলে (দিনের আগমনে) রাত যেমন আপছে চলে যায় তেমন যাকাত কোন সমাজে চালু হলে সে সমাজ থেকে আপছে সুদ উঠে যাবে। সূর্য উঠলে যেমন রাতের অন্ধকারকে তাড়াতে হয় না, এমনি আঁধার দূর হয়, ঠিক তেমনি যাকাত চালু হলে সুদকে তাড়ানো লাগবে না এমনি দূর হয়ে যাবে।

কেমনভাবে তা হবে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন মনে করুন, বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ধনী যিনি ১ শত কোটি টাকার মালিক তার নিকট বাংলাদেশের একদল গরীব এসে হাজির হলো। তারা বলছে আমাদের প্রত্যেককে ৫০০ করে টাকা সুদে ধার দিন। আমরা ছোট-খাট কোন ব্যবসা করে বা হকারি করে কোনমতে একটু বাঁচার ব্যবস্থা করি। অতঃপর সে ধনী ব্যক্তি যদি বলেন যে, যেহেতু আল্লাহ বলেছেন-

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

অর্থাৎ, তাদের (ধনীদের) অর্থের মধ্যে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা (যাকে আল্লাহ বলেছেন 'হক')। সেই পাওনাটা প্রথমে আমি তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দেই, তারপর সুদে ধার দেব।

অতঃপর যদি তার অর্থ থেকে আড়াই কোটি টাকা যাকাত বাংলাদেশের গরীব যারা তার নিকট সুদে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দেয়, আর তারা যদি এক-একজনে ভাগে এক হাজার করে টাকা পাওনা হিসাবেই পেয়ে যায় তাহলে কি তাদের কেউ আর সুদে টাকা ধার নিবে? তা অবশ্যই নিবে না।

এ কারণেই বলছি, যাকাত তেমনভাবেই সুদকে বিতাড়িত করে যেমন দিন এসে রাতকে বিতাড়িত করে।

এছাড়াও চিন্তা করলে দেখা যায়, সুদ হচ্ছে প্রকৃতি বিরোধী আর যাকাত হচ্ছে প্রকৃতিগত ব্যবস্থা। যাকাতের অর্থ উপর থেকে নিচে আসে আর সুদের অর্থ নিচ থেকে উপরে উঠে। এজন্যেই বলেছি, সুদ প্রকৃতি বিরোধী। কারণ প্রত্যেক জিনিসই উপর থেকে নিচের দিকে আসে। আর এটাই স্বাভাবিক কিন্তু কোনকিছুই নিচু থেকে উপরে ওঠা স্বাভাবিক নয় বরং তা হচ্ছে একটা দুর্লক্ষণ। যেমন পানি যখন আকাশ থেকে নীচে নাযিল হয়, তখন তা হয় প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণকর। এমনকি বন্য পশু, জীব-জানোয়ার, গাছপালা ইত্যাদি সবকিছুর জন্যই একটা রহমত স্বরূপ। কিন্তু যদি প্লাবন হয়ে নিচের পানি উপরের দিকে ওঠে, তাহলে তা হয় সবকিছুর জন্যেই বিপদের কারণ অর্থাৎ গাছপালা, জীব-জানোয়ার তথা হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু এবং মানবকুল- প্রত্যেকের জন্যই একটা মহাবিপদের কারণ।

এভাবে দেখা যায়, প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গকারী কোনকিছুই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোনকিছুর জন্যই কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই সুদও প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গকারী ব্যবস্থা। তা কোনদিনই মানব সমাজে কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন-

اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ جُزْءًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ *

"সুদের সত্তরটি অংশ রহিয়াছে, তার মধ্য থেকে সবচাইতে ছোট গুনাহ হইল নিজ জননীকে বিবাহ করা। (বায়হাকী ও ইবেন মাজাহ)

মিরাসি আইন

নিজের প্রয়োজনে ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার পরও যদি কেউ অর্থ সম্পদ রেখে মারা যায়, তবে সম্পদ কোথাও কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে এ সুযোগ ইসলামে দেয়া হয়নি। ইসলামের আইন মুতাবিক সে সম্পত্তি ভাগ ভাগ হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট চলে যাবে বিকেন্দ্রিক হয়ে। আর যদি এমন হয় যে, কেউ মরে যাওয়ার পর কোন ওয়ারিস রইল না তখন কোন পোষ্য পুত্র বানিয়ে কাউকে অর্থ-সম্পদ দান করে যাওয়ার পরিবর্তে ইসলামী আইনে বলে ঐ সম্পদ বায়তুল মালে জমা করে দিতে। যেন দেশের প্রত্যেকেই তার অংশীদার হতে পারে। একমাত্র ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যেই আছে মিরাসী আইনের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ অন্যের মালিকানায় পৌঁছে যাওয়া যা আর কোন অর্থব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায় না।

গণিমত বা বিজিত সম্পদ বন্টন

এ ব্যাপারেও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছ। ইসলাম বলে-

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ
وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ

(الانفال - ٤١)

"জেনে রেখ, গণিমত হিসাবে যে মাল তোমাদের হাতে আসে তার এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ্‌র, তার রাসূলের, রাসূলের নিকটাত্মীয়ের এতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।"(আনফাল ঃ ৪১)

এই এক পঞ্চমাংশে আরো যে তিন শ্রেণীর জন্য অংশ রাখা হয়েছে, তারা হচ্ছে এতিম, মিসকীন ও গরীব সর্বহারা, বিধবা, বিকলাঙ্গ, অক্ষম, রুগ্ন, অভাবী লোক এবং পথিক যারা মুসাফিরী হালতে অর্থ শূন্য হয়ে পড়ে তাদের জন্যও এই পঞ্চমাংশের মধ্যে হিস্যা রয়েছে।

এছাড়া যুদ্ধের ফলে কোন ধন-সম্পদ যদি ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে আসে তবে সেগুলো সম্পূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে রাখার বিধান রয়েছে আল-কুরআনে। পড়ে দেখুন সূরায়ে হাশরের ১ম রুকূ।

ইসলামে মিতব্যয়ী হওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ বলেন

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا * (بنى اسرائيل -٢٩)

"নিজের হাত একেবারে এঁটে ও বেঁধে দিও না এবং একেবারে খুলেও দিও না, যার ফলে পরবর্তীকালে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।"- (বনী ইসরাঈল ঃ ৩৯)

আল্লাহ্ সৎলোকদের কথা বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ
قِوَامًا * (الفرقان - ٢٧)

"এবং তারা যখন ব্যয় করে তখন অমিতব্যয় করে না, আবার কার্পণ্যও করে না বরং তারা ভারসাম্যমূলক পন্থা অবলম্বন করে।" (আল-ফুরকান ঃ ৬৭)

উদ্দেশ্য, যেন অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে এমন একটা ভারসাম্য সমাজে কায়েম হয়, যাতে সমাজের সর্বস্তরের লোক উপকৃত হতে পারে।

চিন্তা করুন, এ ধরনের একটা ভারসাম্যমূলক অর্থ ব্যবস্থা যদি সমাজে কায়েম হয়ে যায় তবে সে সমাজে সুদ স্থান পায় কি? সুদে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনটাই যখন আর থাকে না তখন সুদ সমাজে প্রবেশ করবে কোন্ পথধরে?

মানব দেহে যেমন শিং এবং লেজ ফিট হয় না, ঠিক তেমনই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদ ও অপব্যয় ফিট হয় না। এবার দেখা যাক ইসলাম অপব্যয় সম্পর্কে কি বলে।

অপব্যয় বা অহেতুক ব্যয়

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পার্থিব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় ও আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ব্যয় বা আল্লাহর বিধান মুতাবিক ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা

করেছি। এবার আসুন আমরা অপব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ভাষাগুলো জানার ও বুঝার চেষ্টা করি। আল্লাহ বলেন-

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا * اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط

وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا * (بنى اسرائيل-٦٧)

"তোমরা অহেতুক খরচ করো না। যারা অহেতুক খরচ করে বা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তো আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিদ্রোহকারী।" (বনী ইসরাঈল ঃ ২৭)

এখানে এই সংক্ষিপ্ত কথাটাকে বুঝবার জন্য আমরা তিনভাগে ভাগ করে নিতে পারি। যথা-

১। নিষেধ করা হলো 'অপব্যয় করো না'।

২। বলা হলো 'যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই'।

৩। সর্বশেষ বলা হলো 'শয়তান তো আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিদ্রোহকারী।

'এর থেকে যে মূল শিক্ষাটা আসছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ চান সমাজে পূর্ণাঙ্গ শান্তি বিরাজ করুক। আর শয়তান চায় তার উল্টা। অর্থাৎ সমাজে নেমে আসুক চরম অশান্তি। আর এ অশান্তি যেমন আসে অর্থনৈতিক অব্যবস্থার কারণে বা অভাবের তাড়নায় তেমন আর কোন পথে আসে না। তাই শয়তান চায় জনসাধারণকে অর্থনৈতিক দূরবস্থার মাধ্যমে চরম অশান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে। আর এটা আসে অপব্যয়ের মাধ্যমে।

তাই শয়তান খুব জোরেশোরে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে অপব্যয়ের জন্যে। আর এটা যেহেতু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সম্পূর্ণ রিরুদ্ধে, তাই বলা হলো শয়তান অপব্যয়ের দিকে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্রোহ করে। আর সাথে সাথে এ কথাও বলা হলো যে, যারাই অপব্যয় করে তারাই শয়তানের ভাই অর্থাৎ যারা অপব্যয় করে তারা সবাই আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্রোহ করে।

অপব্যয় বন্ধ করলে যে অর্থ বেঁচে যায়

আমাদের এ সমাজে কত খাতে যে অপব্যয় হয় তা গুনে শুমার করা একটুখানি কথা নয়। আমি চিন্তা করে দেখার জন্য কয়েকটা বিষয়ের উপর কিছুটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি যার থেকে একটা কাছাকাছি অনুমান করা যাবে। এর জন্য প্রথমেই জেনে নিতে হবে অপব্যয় কাকে বলে।

অপব্যয়ের অর্থ

মানুষ সাধারণতঃ ৩ ধরণের কাজে ব্যয় করে যা পূর্বেই বলা হয়েছে। যার দুই ধরনের ব্যয় বৈধ আর এক ধরনের ব্যয় অবৈধ। যথা-

১। নিজের মৌলিক প্রয়োজনে ব্যয়ঃ

এটা দু প্রকারে. যথা-

(ক) এমন কাজে ব্যয় করে যাতে ইহকালেও লাভ আছে পরকালেরও লাভ আছে। যেমন জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষ যে ব্যয় করে তাতে দুনিয়ার জীবনেও উন্নতমানের জীবন যাপন করতে পারবে পরকালের জীবনের জন্যও সওয়াব অর্জন করবে। এ ধরনের বহু খাত রয়েছে যেখানে ব্যয় করলে ইহকাল-পরকাল দুই কালের জন্যই ফলদায়ক হবে। এ ব্যয় বৈধ।

(খ) এমন কাজে ব্যয় করা যাতে পরকালের জন্য লাভের কিছু নেই। কিন্তু ইহকালের জীবনে লাভ আছে। যেমন গাড়ি কেনা, উন্নতমানের বাড়ি তৈরি করা ইত্যাদি। এ ব্যয়ও বৈধ।

২। আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় ঃ

অর্থাৎ, এমন খাতে ব্যয় করা যাতে শুধু পরকালের জীবনে ফায়দা পাওয়া যাবে। এ জীবনে তার থেকে কোন ফায়দা কেউ আশা করে না যেমন দান-ছাদকা করে অর্থ ব্যয় করা। এ ব্যয়ও বৈধ।

৩। অপব্যয় ঃ

অর্থাৎ এমন কাজে ব্যয় করা যাতে ইহকালের জীবন ধারনের জন্যও কোন কাজে লাগে না এবং পরকালের জীবনের জন্যও কোন কাজে লাগবে

না। এ সবই হচ্ছে অপব্যয়। যেমন-

(ক) হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে খেলনা জাতীয় জিনিসপত্র দিয়ে ঘর সাজানো।

(খ) বাড়ি যতটুকু প্রয়োজন তার চাইতে বড় বাড়ি করে অনর্থক কিছুটা যমীনকে আটক করে রাখা এবং ঐ বাড়ির বাড়তি অংশ তৈরির জন্য অর্থ ব্যয় করা।

(গ) বিয়ের মজলিসে সাধারণতঃ এ সমাজে যা খরচ হয়ে থাকে, তার প্রায় অর্ধেকই হয় অপব্যয়। যেমন ডেকোরেটর দিয়ে গেট সাজান ইলেক্ট্রিসিটির ব্যয় ইত্যাদি ধরনের ব্যয়ের সবই অপব্যয়।

(ঘ) কর্তাব্যক্তিদের বসবাসের এলাকায় বড় বড় গাছগুলোর গুড়ির প্রায় ৪/৫ ফুট চুন বা ডিসটেম্পার দিয়ে সাদা করে দেয়া। এগুলোও অপব্যয়।

(ঙ) এমন বহু দোকান আছে সেসব দোকান থেকে যা কিনবে তাতেই অপব্যয় হবে। যেমন- প্লাষ্টিকের কাঁচের ও কাঠের এমন হাজারও প্রকার খেলনা রয়েছে. যার কোন উপযোগিতা নেই। এ সবই অপব্যয়।

এছাড়া আরও এমন বহু অপব্যয় রয়েছে যার খবর শুধু ধনী ব্যক্তিরাই জানতে পারে, যা গরিবদের যানার কোন সুযোগ নেই। যেমন ১০ জন মেহমানকে দাওয়াত করে ২০ জনের খাবার সামনে হাজির করা এবং যা খেতে পারে না তা সোজাসুজি ফেলে দেয়া। এভাবে পৃথিবীতে যে কত কোটি কোটি টাকার খাদ্য নষ্ট হচ্ছে কয়জন তার খবর রাখে।

অপব্যয় রোধ করার জন্য ইসলামের এত কড়া নির্দেশ যে, জামা তৈরি করতে গিয়েও যেন প্রয়োজনের বেশি কাপড় কেউ খরচ না করে সেজন্যও তাগিদ রয়েছে। হ্যা তবে অল্প দাবী কাপড়ের পরিবর্তে যদি কেউ ভাল মজবুত কাপড়- যা অনেকদিন টিকবে এমন কাপড়- কিছু বেশী দাম দিয়ে ক্রয় করে, তবে তাতে অপব্যয় হবে না কিন্তু জামা যেখানে ২/৩ টায়

চলতে পারে সেখানে যদি কেউ ৮/১০টা তৈরি করে তবে অবশ্যই অপব্যয়ের পর্যায়ে পড়বে।

সুধী ব্যক্তিগণ যদি হিসেব করে দেখেন তবে অবশ্যই দেখবেন, একটা দেশ যদি ইসলামী বিধান মুতাবিক অপব্যয় বন্ধ করতে পারে- যেমন বন্ধ করা হয়েছিল রাসূল (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে- আর যদি শুধু যা অপব্যয় হয় সেই টাকাগুলোই গরীব ও অসহায়দের পুর্নবাসনের জন্য খরচ করা হয় তাহলে কোন দেশেই এমন কোন ব্যক্তি থাকতে পারে না যাদের ভিক্ষার কোন প্রয়োজন হতে পারে।

বলা বাহুল্য, এ অপব্যয় বন্ধ করা যারা সহ্য করতে পারে না তারাই ইসলামী সমাজব্যবস্থার দুশমন এবং তারাই জোরেশোরে প্রচার করেন যে, মান্ধাতার আমলের ইসলাম এখন আর চলতে পারে না। আল্লাহ তাদেরকেই বলেছেন اِخْوَانُ الشَّيٰطِيْنِ বা শয়তানের ভাই। ইসলামের অর্থনীতির ওপর লেখা মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ' 'অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান' এবং 'সুদ' বইগুলো নিরপেক্ষ মন নিয়ে পাঠ করলে পাঠক আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আমিন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

খন্দকার প্রকাশনী
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০